যুগান্তর

তারিখ ...05 JUN 2018...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত বরাদ্দে তৃতীয় স্থানে

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় বাজেটের তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যয়ের খাত 'শিক্ষা ও প্রযুক্তি'। বাজেটের মোট টাকা যেসব খাতে ব্যয় হবে তার মধ্যে বরাদ্দের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে এ খাত। মোট চারটি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে দেয়া বরাদ্দ একসঙ্গে দেখিয়ে বাজেটে এ ব্যয়ের অগ্রাধিকার চিহ্নিত হয়েছে। শিক্ষা খাতের সব ধরনের কার্যক্রম ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় মূলত 'শিক্ষা' এবং 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা'— এ দুটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে এ প্রস্তাব করেন। এতে মোট বাজেটের ১১ দশমিক ৬ ভাগ শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে রাখার কথা জানান। গত (২০১৪-১৫) অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৩ দশমিক ১ ভাগ। সে হিসাবে প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ ১ দশমিক ৫ ভাগ কমল।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, সবার জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে ৩১ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে ১ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় আরও বলেন, 'মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা।' তিনি বলেন: 'শতভাগ ভর্তির সুফল ধরে রাখতে ৯৩ উপজেলায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৩ লাখ ৯০ হাজার শিশুর জন্য স্কুল-ফিডিং কার্যক্রম হাতে নিয়েছি আমরা। উদ্যোগ নিয়েছি এ নিয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নের।' তিনি আরও বলেন, 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্র, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, উপবৃত্তি প্রদান এবং ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে।' এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে সংরক্ষিত ১ হাজার কোটি টাকা সিড মানি থেকে অর্জিত ৭৫ কোটি টাকা মুনাফা থেকে স্নাতক ও সমপর্যায়ের মেয়েদের উপবৃত্তি দেয়ার কথাও জানান।

২০১৮ সালে প্রাথমিক স্তর অষ্টমে : অর্থমন্ত্রী সংসদে ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও এ দিকনির্দেশনা রয়েছে। সে অনুসারে পরে ধাপে ধাপে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনামতো দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে অষ্টম শ্রেণী চালু হয়েছে। এবার নভেম্বরে ওই সব বিদ্যালয় থেকে জেএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছে।